Topic a) Concepts

M.M

ধারণা সংক্রান্ত বুদ্ধিবাদ (Concept Rationalism)

ধারণা সংক্রান্ত বুদ্ধিবাদের প্রবক্তা হলেন রেনে দেকার্ত, স্পিনোজা ও লাইবনিজ প্রমুখ দার্শনিকগণ। এই সব বুদ্ধিবাদীদের মতে বুদ্ধি বা প্রজ্ঞাই ধারণার একমাত্র উৎস। সহজাত ধারণাবাদ বুদ্ধিবাদের এক প্রধান অঙ্গ। সহজাত ধারণাকে কেন্দ্র করে বুদ্ধিবাদীদের দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়, যথা - নরমপন্থী ও চরমপন্থী। জার্মান দার্শনিক গডফ্রিড উইলহেম লাইবনিজ হলেন চরমপন্থী বুদ্ধিবাদী দার্শনিক আর নরমপন্থী বুদ্ধিবাদী দার্শনিক হল রেনে দেকার্ত ও বেনেডিক্ট স্পিনোজা।

চরমপন্থী বুদ্ধিবাদী দার্শনিক লাইবনিজের মতে আমাদের সব ধারণাই সহজাত অর্থাৎ আমাদের সমস্ত ধারণাই আসে বুদ্ধি থেকে। লাইবনিজের মতে আমাদের কোন ধারণা বাইরে থেকে আসতে পারে না সব ধারণাই আসে বুদ্ধি থেকে। ইন্দ্রিয়ানুভব থেকে কোন ধারণার উৎপত্তি হতে পারে না, আমাদের মন জানালাদরজাহীন বা গবাক্ষহীন মনাদ দ্বারা গঠিত তাই তার মধ্যে এমন কোন প্রবেশ পথ নেই যা দিয়ে কোন উদ্দীপক মনের মধ্যে কোন ধারণা উৎপাদন করতে পারে। সব রকম জ্ঞানের উপাদান মনের মধ্যেই থাকে। যেমন এক খণ্ড মার্বেলের মধ্যে মর্মর মূর্তি প্রচ্ছন্ন অবস্থায় থাকে মূর্তিটি উদ্ঘাটিত হওয়ার অপেক্ষাতেই থাকে। ভাস্করের শ্রমের ফলে যেমন মূর্তিটি সৃষ্টি

হয়ে ওঠে, ঠিক তেমনি মন বা বুদ্ধি তার সুকৌশল সক্রিয়তার দ্বারা মুক্ত ধারণাগুলিকে সুসামঞ্জস্য করে তোলে। তবে মন তার খেয়ালখুশিমতো যে কোন ধারণাকে যে কোন সময় উৎপন্ন করে না, বাইরের পরিবেশের এবং পূর্ববর্তী ও পরবর্তী ধারণাগুলির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে যে সময় যে ধারণাটিকে উৎপন্ন করা দরকার মন সক্রিয়ভাবে সেই সময় সেই ধারণাকে উৎপন্ন করে।

ফরাসী দার্শনিক দেকার্তের মত: রেনে দেকার্ত একজন চরমপন্থী বুদ্ধিবাদী দার্শনিক। তাঁর মতে সব ধারণা সহজাত নয়, কোন কোন ধারণা আমরা বাহ্যিক ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার মাধ্যমে লাভ করে থাকি। যে সব বস্তু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য তাদের ধারণার জন্য ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা প্রয়োজন। যেমন- রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ইত্যাদির ধারণা ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা ছাড়া হয় না। কিন্তু আমাদের এমন অনেক ধারণা আছে যেগুলি ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা দিয়ে লাভ করা যায় না, আবার কাল্পনিক ধারণার মত মন সৃষ্টিও করে না। যেমন- অসীমতা, নিত্যতা, ঈশ্বরের ধারণা ইত্যাদি। এগুলি সবই অতীন্দ্রিয় বিষয় পদার্থ। দেকার্তের মতে এইসব অতীন্দ্রিয় পদার্থের ধারণা সহজাত। এছাড়াও দেকার্ত সহজাত ধারণার উদাহরণ হিসাবে বিস্তৃতি, অস্তিত্ব, গতি, ঐক্য ইত্যাদির কথাও উল্লেখ করেছেন। এই সকল ধারণা এমন সব বৈশিষ্ট্যকে বোঝায় যেগুলি বিশেষ বিশেষ শ্রেণীর সব ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বস্তুতে থাকে।

গতি বিস্তৃতি অস্তিত্ব ইত্যাদি ধর্ম যথাক্রমে গতিমান বিস্তৃত এবং অস্তিত্বশীল সব পদার্থে থাকে। এইসব গতিমান বিস্তৃত এবং অস্তিত্ব ইত্যাদি ধর্ম যথাক্রমে গতিমান বিস্তৃত এবং অস্তিত্বশীল সব পদার্থে থাকে। এইসব গতিমান, বিস্তৃত এবং অস্তিত্বশীল পদার্থ ইন্দ্রিয়অভিজ্ঞতায় পাওয়া যায়। কিন্তু বিস্তৃতি, গতি, অস্তিত্ব প্রভৃতি সম্বন্ধে সাধারণ ধারণা আমরা ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা থেকে পাই না। বিস্তৃতি বলতে সেই ধর্মকে বোঝায়, যা সকল বিস্তৃত বস্তুর মধ্যে উপস্থিত থাকে। এখন সকল বিস্তৃত বস্তু ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য হলেও "বিস্তৃতি" নামক সামান্য ধর্মের ধারণা ইন্দ্রিয়ানুভবে পাওয়া যায় না। সেক্ষেত্রে বুদ্ধির সাহায্যে এই ধারণা পাওয়া যায়। স্পিনোজাও ধারণা সম্পর্কে দেকার্তের অনুরূপ অভিমত প্রকাশ করেন।

কাজেই নরমপন্থী, চরমপন্থী উভয় শ্রেণীর বুদ্ধিবাদীদের মতে "সহজাত ধারণা" বলে এক শ্রেণীর ধারণা আছে যেগুলি ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা থেকে পাওয়া যায় না। প্রশ্ন হল সহজাত কথাটির প্রকৃত অর্থ কি? অনেক সময় 'সহজাত' কথাটিকে 'জন্মগত' এই অর্থে গ্রহণ করা হয়। বিশেষ করে সপ্তদশ শতকের বুদ্ধিবাদীদের অনেকেই মনে করতেন যে, সহজাত ধারণা সেই সব ধারণাকে বোঝায় যেগুলি জন্ম সময় থেকেই আমাদের মনের মধ্যে উপস্থিত থাকে।

লক প্রমুখ অভিজ্ঞতাবাদীরা সহজাত ধারণাকে এই অর্থে গ্রহণ করে ধারণাসংক্রান্ত বুদ্ধিবাদীদের তীব্র সমালোচনা করেছেন।

কিন্তু প্রশ্ন হল বুদ্ধিবাদীরা 'সহজাত' কথাটিকে এই অর্থে গ্রহণ করেছেন কিনা। দেকার্তের মতে, যে সব ধারণার স্পষ্ট এবং বিবিক্ত ও স্বতঃ সুপ্রমাণিত অর্থাৎ যাদের প্রমাণ অন্য কিছুর উপর নির্ভর করে না, তাদেরকেই সহজাত ধারণা বলা হয়। সুতরাং, সহজাত ধারণা বলতে সেই ধারণাকে বোঝায় যা স্বতঃস্ফূর্ত বা স্বপ্রকাশ। সহজাত কথাটির অর্থ জন্মগত নয়, সহজাত বলতে ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা ছাড়াই যা সুপ্রমাণিত তাকে বোঝায়। আর যা স্বপ্রকাশ তা বুদ্ধিগম্য, কারণ স্বপ্রমাণ করা একমাত্র বুদ্ধির দ্বারাই সম্ভব। সুতরাং সহজাত ধারণা বলতে বুদ্ধিগ্রাহ্য বা বুদ্ধিগম্য ধারণাকে বোঝায়। সহজাত ধারণাগুলি জন্ম থেকেই মনের মধ্যে থাকে না, তবে এই সব ধারণা গঠন করার মনের একটি স্বাভাবিক ঝোঁক বা প্রবণতা আছে। এ প্রসঙ্গে দেকার্ত বলেন, যে অর্থে আমরা কোন পরিবারের লোকদের মহত্ত্বকে বংশগত বৈশিষ্ট্য বলি, কিংবা গেঁটেবাত বা পাথুরী রোগকে বংশগত বলি, ঠিক সেই অর্থে ধারণাকে সহজাত বলা হয়। বংশগত বলতে এটা বোঝায় না যে মাতৃগর্ভে থাকাকালীন শিশুরা এ সকল রোগে আক্রান্ত হয়েছে, বরং এর দ্বারা যা বোঝায় তা হল এই যে, এ রকম রোগে আক্রান্ত হওয়ার একটা

Teacher's Signature..............

প্রবণতা তাদের মধ্যে আছে। অতএব দেকার্তের মতে সহজাত ধারণা বলতে সেই সব ধারণাকে বোঝায় যে সব ধারণাকে গঠন করার ক্ষমতা বা প্রবণতা আমাদের সহজাত। লাইবনিজ ও সহজাত ধারণা এই অর্থে গ্রহণ করেছেন। তাঁর মতে এই জাতীয় ধারণা লাভের দিকে মনের বা বুদ্ধির একটি ঝোঁক বা প্রবণতা থাকে যার জন্য মন সুযোগ অভিজ্ঞতার বশে সুপ্ত ধারণাগুলিকে প্রকাশিত, অস্পষ্ট ধারণাকে স্পষ্ট ও প্রাঞ্জল করে তোলে। সুতরাং দেকার্ত ও লাইবনিজের মতে, ইন্দ্রিয়-অভিজ্ঞতা ব্যতিরেকে শুধুমাত্র বুদ্ধি বা মনের সাহায্যে যে-সব ধারণার উন্মেষ ঘটে, তাই সহজাত ধারণা।

অসীমতা, নিত্যতা, ঈশ্বর, দেশকাল ইত্যাদির ধারণা ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতায় পাওয়া যায় না ঠিকই কিন্তু তাই বলে কি বলা যায় ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার সাহায্য ছাড়া বুদ্ধি এককভাবে এই সব ধারণা গঠন করে, কিংবা এই সব ধারণা গঠনের ~~ব্যাপারে~~ পিছনে ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার কি কোন অবদান নেই? এ ব্যাপারে কান্টের বক্তব্য সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য। দেশ ও কালকে সহজাত ধারণা বলা হয়েছে কারণ এগুলি ইন্দ্রিয়-অভিজ্ঞতা থেকে পাওয়া যায় না। এদের আমরা বুদ্ধির মাধ্যমেই পেয়ে থাকি। কান্ট বলেন, একথা ঠিক যে দেশ ও কালের বোধের উপর

কান্টের উঃ

ধারণাগুলি নির্ভরশীল। কিন্তু তিনি এ কথা বলেন না যে ইন্দ্রিয়-অভিজ্ঞতাকে বাদ দিয়ে শুধুমাত্র বুদ্ধির সাহায্যে এগুলির সার্থক বোধ সম্ভব। ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতাকে বাদ দিলে এগুলি আত্মিক বা জ্ঞানিক, এগুলি বস্তুর নয়। অর্থাৎ ব্যবহারিক দৃষ্টিভঙ্গিতে দেশ ও কাল সত্য কিন্তু পারমার্থিক দৃষ্টিভঙ্গিতে এগুলি মিথ্যা। সুতরাং, ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা ব্যতিরেকে শুধুমাত্র বুদ্ধির সাহায্যে ধারণা লাভ করা যায় না, কান্টের মতে ধারণা লাভের ব্যাপারে ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা ও বুদ্ধি উভয়েই সমান গুরুত্বপূর্ণ।

হসপার্স এর অভিমত: অভিজ্ঞতাবাদী হসপার্স ধারণা সংক্রান্ত বুদ্ধিবাদকে গ্রহণযোগ্য মতবাদ বলে স্বীকার করেন না, তাঁর মতে মানুষের কোন ধারণাই যে সহজাত এর সপক্ষে এ পর্যন্ত কোন কার্যকরী সাক্ষ্য প্রমাণই উপস্থাপিত হয়নি, যে সব ধারণা আমাদের আছে বলে দাবী করা হয়, সেরকম ধারণা আদৌ আমাদের মধ্যে নেই; আর যেসব ধারণা আমাদের আছে সেগুলি কোন না কোন ভাবে ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা থেকে পাওয়া। অর্থাৎ প্রথমে আমাদের কোন রকম ইন্দ্রিয়ানুভূতি না হলে কোন ধারণাই জন্মাতে পারে না। তাই ধারণা সংক্রান্ত বুদ্ধিবাদী মতবাদ গ্রহণযোগ্য নয়।

—০—

416

Teacher's Signature......................